দর্শনা সীমান্তে বিদেশি পিস্তল, গুলি ও ২ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড গুলি এবং ২ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৫ জুন) ভোর ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকার দর্শনা বাড়াদী বিওপির সদস্যরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রাজ মাহমুদের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার কামারপাড়া গ্রামের আজিম উদ্দিন মাস্টারের আমবাগানে অভিযান চালানো হয়। সীমান্তের মেইন পিলার-৮১ থেকে প্রায় ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ওই আমবাগানের মাটির নিচে লাল প্যাকেটে মোড়ানো একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ উদ্ধার করা হয়।

পরে ব্যাগটি তল্লাশি করে আসামিবিহীন অবস্থায় একটি ৭ দশমিক ৬৫ মিলিমিটার বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, এক রাউন্ড গুলি এবং ২ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত সামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৭ হাজার ২০০ টাকা। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তলের মূল্য ১ লাখ টাকা, এক রাউন্ড গুলির মূল্য ২০০ টাকা এবং উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল্য প্রায় ৭ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবি আরও জানায়, উদ্ধারকৃত অস্ত্র, ম্যাগাজিন ও গুলি দর্শনা থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ রাজ মাহমুদ।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ

ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশি যুবককে বিএসএফের ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দর্শনা জয়নগর গ্রামের মৃত কালু মিয়ার ছেলে জুলফিকার আলী (২০) গতকাল শনিবার বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে দর্শনা ও গেদে সীমান্তের রেললাইনের দুই পাশে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ টহল দল তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

পরিবারের দাবি, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫/৩ এস-এর কাছে শূন্য লাইনের নিকটে ঘাস কাটার সময় তাকে আটক করা হয়। তাদের অভিযোগ, বিএসএফ সদস্যরা দাবি করেন তিনি সীমান্তের নিরাপত্তা বেড়া কাঁটছিলেন এ অভিযোগে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দর্শনা বিওপির প্রতিপক্ষ ভারতের ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের গেদে ক্যাম্পের টহল দল ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে গেদে থানায় সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নামজুল হাসান বলেন, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা নেট কাটার সময় বিএসএফ তাকে আটক করে ভারতীয় থানায় হস্তান্তর করেছে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ৬ পলাতক আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টা থেকে ভোর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার প্রতাপপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মিলন (৩৫), ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত হানিফ আলীর ছেলে আবুল উদ্দিন (৬২), একই গ্রামের মৃত আজিজুর রহমানের ছেলে এনামুল হক (৩০), দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত ফকির চান আলীর ছেলে ডালিম (৩৫), একই গ্রামের মৃত নবাই মণ্ডলের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩০) এবং চাকুলিয়া গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মোজাম্মেল হক (৩৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক পৃথক দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) হিমেল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় যুবদল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনায় শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য ও যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইটের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনা রেলইয়ার্ড চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের নির্বাহী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট। এ সময় তিনি বলেন,

“বিগত দিনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল ও ছাত্রদল দর্শনায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বুক ফুলিয়ে মিছিল-মিটিং করেছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যদি সৎ সাহস থাকে, তবে তারা প্রকাশ্যে মাঠে এসে দেখাক। অযথা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না। যদি কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তবে তার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যুবদল ও ছাত্রদল রাজপথে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।”

মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য মিতুল মিয়া, সুলতান, শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য হারেজ উদ্দিন, যুবদল নেতা মমিন, মিতু, রকি, জাবেদ, চঞ্চল, রনি, মদন মণ্ডল, সাগর, সোহাগ, ইউনুস, অনিক, সাজু ও মনির। দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সদস্যসচিব রাশিদুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন। জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিয়েল ইসলাম লিওন, যুগ্ম সম্পাদক সামাউল হাসান, আরিফ হোসেন, কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মোফা, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের হাসিবুল ইসলাম, শান্ত আহমেদ, ১ নম্বর সদস্য আরিফ খান, মামুন, খালিদ, সাইফুল্লাহ এবং ছাত্রনেতা আমিন, ইমন, আল-আমিন, শরিফ, সবুজসহ স্থানীয় অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদা ও দর্শনায় মাদক মামলায় দু’জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দু’জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা ও মাদক সেবনের অপরাধে মোবাইল কোর্টে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জুড়ানপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শাকিব হোসেন (২৬), পিতা- আরজিবুল হোসেনকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়া দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা আলম সরদার (৬৯), পিতা- কিতাব আলী সরদারকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় তিন দিনের ব্যবধানে

তিন বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

দর্শনায় তিন দিনের ব্যবধানে পৃথক তিনটি চুরির ঘটনায় মোটরসাইকেল, স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও ব্যাটারি খোয়া গেছে। ধারাবাহিক এসব চুরির ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত ৩১ মে দুপুর ১টার দিকে উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের ক্যাম্পপাড়ার বাসিন্দা কামাল হোসেনের ছেলে আলতাফ হোসেনের একটি মোটরসাইকেল বাড়ির উঠান থেকে চুরি হয়ে যায়। মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর যশোর-ল-১৩-০৯০৯।

এদিকে একই দিন রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দর্শনা কলেজপাড়ায় আলতাফ মাস্টারের বাড়ির ভাড়াটিয়া এবং ভূমি কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামের বাসার তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা ২টি সোনার রুলি, ২ জোড়া কানের দুল, ২টি সোনার চিক, ৩টি সোনার চেইন, ৩টি আংটি, ২টি নাকফুলসহ প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ২০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

অপরদিকে, গত রাতে দর্শনা আনোয়ারপুর এলাকায় আরিফুল ইসলামের ভাড়াটিয়ার একটি অটোরিকশার ব্যাটারিও চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় তরিকুল ইসলাম গত ১ জুন দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিমেল রানা ও তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা ছুটিতে রয়েছেন বলে জানা যায়।

দর্শনার যদুপুরে সাপের কামড়ে জামায়াত নেতার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার যদুপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও জামায়াত

নেতা ক্বারী শাফায়াত উল্লাহর মৃত্যু হয়েছে।

মৃত ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাতে ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়।

পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

ক্বারী শাফায়াত উল্লাহ বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি এলাকায় একজন ধর্মপ্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, “বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কেউ অবগত করেনি।”

দর্শনায় মাদকের টাকা না পেয়ে জামাতার হামলায় শ্বশুরসহ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক সেবনের টাকা না পেয়ে বিরোধের জেরে জামাতা ও তার ভাইয়ের হামলায় শ্বশুরসহ একই পরিবারের তিনজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ মে) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে দর্শনা উপজেলার

দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, দোস্তগ্রাম আমতলা মোড় এলাকার আলমগীর হোসেন বাবু, তার মেয়ে নয়নতারা এবং ছেলে কামরুল ইসলাম। আহতদের মধ্যে আলমগীর হোসেন বাবুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অভিযুক্তরা হলেন, একই এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে ও আলমগীর হোসেন বাবুর বড় মেয়ের স্বামী মো. ইউসুফ আলী এবং তার ভাই মো. ইসমাইল হোসেন বাবু।

ভুক্তভোগী কামরুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, তার দুলাভাই ইউসুফ আলী দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদক সেবনের জন্য টাকা না পেয়ে তিনি তার স্ত্রীকে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা চালানো হয়।

আহত আলমগীর হোসেন বাবু বলেন, আমার বড় জামাই মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য প্রায়ই আমার মেয়েকে মারধর করে। এদিনও মারধর করেছে। বিষয়টি জানতে চাইলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার ভাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে কুপিয়ে জখম করে।

থানায় লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ঘটনার রাতে অভিযুক্তরা বসতবাড়িতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করে। একপর্যায়ে ইসমাইল হোসেন বাবু ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে আলমগীর হোসেন বাবুর মাথায় কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বাবাকে রক্ষা করতে গেলে কামরুল ইসলামও হামলার শিকার হয়ে বাম হাতে গুরুতর জখম হন। এ সময় বাধা দিতে গেলে নয়নতারাও মারধর করা হয়।

আহতদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা খুন-জখমের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

দর্শনা থানা পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে ২ নারীসহ গ্রেপ্তার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার ভোরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ইসলামবাজার এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে মাসুরা বেগম (৪৬), আনোয়ারপুর এলাকার আবুল কালামের স্ত্রী আমেনা খাতুন (৫০), চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে সাইদুর রহমান (২৭), দোস্ত গ্রামের মৃত এলাম মণ্ডলের ছেলে মিজানুর রহমান (৪১) এবং আকুন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান সুইট (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার রুহুল কবির খানের নির্দেশে দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানার নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) হিমেল রানা জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় সোয়া কোটি টাকার স্বর্ণের বারসহ ছাত্রলীগ নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬০০ গ্রাম স্বর্ণের বারসহ বাপ্পী (২৭) নামে এক ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল রোববার দুপুর ২টার দিকে ডুগডুগি

কলোনিপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক বাপ্পী দর্শনা থানার পুরাতন বাজার এলাকার মৃত আবু সিদ্দিকীর ছেলে এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডুগডুগি কলোনিপাড়া এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের গতিরোধ করলে বাপ্পী মোটরসাইকেল ফেলে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে আটক করে দেহ তল্লাশি চালিয়ে ৫টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের বারের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা।

আটক বাপ্পী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানান, স্বর্ণের বারগুলো ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নেওয়া হচ্ছিল।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।